শ্রীভগবানের স্বাভাবিক মোহ এবং নিজের ভগবত্তাদি অনুসন্ধানরাহিত্য ও কামুকত্ব প্রভৃতি মনে করাও শ্রীভগবানের অভিরুচিত্ব বলিয়াই শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝা যায়। পক্ষান্তরে শ্রীভগবানের প্রেয়সীগণের শ্রীমূর্ত্তিও তাঁহারই স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপ বলিয়া পরম শুদ্ধস্বরূপ এবং শ্রীভগবান্ হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে। অতএব তাঁহাদিগের অধরপানাদিও অননুরূপ হইতে পারে না। পূর্ব্ব যুক্তি অনুসারে তাদৃশ প্রেয়সীজনের অধরপানাদি শ্রীভগবানের অভিরুচিতেই। পক্ষান্তরে ইহাও বুঝিতে হইবে যে—শ্রী, ভু, লীলা প্রভৃতির সহিত শ্রীভগবানের বিহার দোষাবহ না হইতে পারে, যেহেতু তাঁহার স্বরূপশক্তিরই মূর্ত্তি, কিন্তু প্রাকৃত জগতের রামাগণের সহিত শ্রীভগবানের বিহার পাপাবহ এবং নিন্দিত একথাও বলিতে পার না। যেহেতু প্রাকৃত রামাগণে যতদিন পর্য্যন্ত তাদৃশ কান্তাভাব এবং স্বরূপশক্তির মূর্ত্তি প্রাপ্তি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের সেই প্রাকৃত গুণময় দেহের সহিত শ্রীভগবানের বিহার হইতে পারে না। যখন তাহারা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সচ্চিদানন্দ দেহ ও যোগ্যকান্তাভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের সহিত শ্রীভগবান বিহার করিয়া থাকেন। অতএব প্রাকৃত রামাগণেরও ঐ কামভাব দোষাবহ নহে।

অনন্তর শাস্ত্র হইতে শ্রীভগবানে কামভাব পাপাবহ শুনা যায় বলিয়া কামভাব দোষাবহ - ইহাও কোনও প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু কোনও শাস্ত্রেই শ্রীভগবানে কামভাব পাপাবহ - এইরূপ উল্লেখ নাই। অতএব শ্রীভগবানে পতিতাভাবযুক্ত কাম যে দোষাবহ নয় - তাহা তো বলাই বাহুল্য। শ্রীভগবানে প্রত্যুত পতিভাবযুক্ত কামের স্তুতিই শুনা যায়—

> "যা সম্পর্য্যচরন প্রেম্না পাদসংবাহনাদিভিঃ।
> জগদ্গুরুং ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকমুনি ১০।৯০।২৭ শ্লোকে বলিয়াছেন—যে মহিষীগণ জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে পতিবুদ্ধিতে প্রীতিপূর্ব্বক পাদসংবাহনাদির দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহাদের সৌভাগ্যের কথা কি বর্ণিত হইতে পারে? মহামুক্ত মুণীন্দ্রগণেরও শ্রীকৃষ্ণে পতিভাবের কথা শাস্ত্র হইতে শুনা যায়। যেমন মধ্বাচার্য্যধৃত মহাকূর্ম্ম পুরাণের বচনে দেখাইয়াছেন—মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণ অনুরাগময় তপস্যা-দ্বারা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জগৎযোনি অজ, বিভু শ্রীভগবানকেও ভর্ত্তারূপে লাভ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীনারায়ণব্যূহ স্তবে পতি, পুত্র,সুহৃদ্, ভ্রাতৃ ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে পতিভাব পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে বন্দনাই করা হইয়াছে। অতএব উপপতিভাবে শ্রীভগবানে কামভাব